সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ও এডিবির শিক্ষা প্রকল্প নিয়ে কিছু কথা

জাহাঙ্গীর সেলিম

(গতকালের পর)

এডিবি অর্থায়নে (অন্যান্য দাতাদেশ/সংস্থাও জড়িত) বৃহত্তম শিক্ষা প্রকল্প হলো দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প ২০০৪-২০০৯ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা (১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো: ৩৫,০০০ নতুন শিক্ষক নিয়োগ। ৩০,০০০ নতুন শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, পিটিআইগুলোর আধুনিকীকরণ ও সংস্কার, ৩,২০,০০০ শিক্ষককে ইন-সার্ভিস ট্রেনিং যা দিয়ে ৭৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় উপকৃত হবে ইত্যাদি (বাংলাদেশ অব্জারভার, ৪ নভেম্বর ২০০৩) ২০০৪ ও ২০০৫ সালে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী খুব ঘটা করে বাজেট বক্তৃতায় উপরিউল্লিখিত বিষয়গুলো খুব তৃপ্তির সঙ্গে উল্লেখ করেন। ২০০৪ সালের বাজেটে ৯০ হাজার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে বলেও উল্লেখ করেন। আমার মতো একজন সাধারণ ব্যক্তির কাছে প্রকল্পের ফাঁকফোকর বা গভীরের ফাঁক প্রকটভাবে দৃশ্যমান।

প্রথমত, ৩৫ হাজার নতুন শিক্ষক নিয়োগের পরিবর্তে জোট সরকার মাত্র ৭ হাজার শিক্ষকের নিয়োগবাণিজ্য সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। ফলে সেসব নিয়োগ অবৈধ হিসেবে দারুণভাবে সমালোচিত। প্রকল্পের মেয়াদ আর মাত্র দেড় বছর বাকি। ফলে বাকি ২৮ হাজার শিক্ষক নিয়োগের সম্ভাবনা কতখানি? শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা কীভাবে পূরণ হবে? সত্যিকার অর্থে কতজন নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ৩০ হাজার নতুন শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রার কি পরিমাণ নির্মাণ করা হয়েছে? যদিও অবকাঠামো নির্মাণের কাজ খুব ত্বরিত গতিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে। তবে প্রশ্ন থেকেই যায় কেননা বিগত বছরে বন্যা ও সিডরে বিধ্বস্ত জনপদে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ফলে ৩০ হাজার নতুন শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে কি না?

তৃতীয়ত, ধরা গেল যে দৈবক্রমে ৩৫,০০০ শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে এই বিশাল পরিমাণ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করতে কত সময় লাগবে তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। দেশে রয়েছে ৫৪টি পিটিআই। প্রতি বছর এসব পিটিআই নিয়মমাফিক প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রস্তাবিত নতুন ৩৫,০০০ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করতে সময় লাগবে ৩৫,০০০/৫৪X২০০= ৩.২৮ অর্থাৎ পুরো ৪ বছর। সেক্ষেত্রে বাজেটের প্রশিক্ষণ বন্ধ রাখতে হবে। ফলে প্রশিক্ষণ সুবিধা কীভাবে দেয়া হবে যেখানে নতুন একটিও পিটিআই প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়নি। পরিকল্পনায় নেয়া হয়নি নতুন কোন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবে। অথচ হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

চতুর্থত, প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও পিটিআইগুলোর সংস্কার। শিক্ষক প্রশিক্ষণ অবশ্যই দরকার। মানসম্মত ও উন্নততর প্রশিক্ষণ শিক্ষকদের দক্ষতা এবং সেসঙ্গে শিক্ষার মান বাড়াতে সক্ষম। এজন্য প্রয়োজন সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, পিটিআইগুলোর আধুনিকায়ন, আধুনিক কলাকৌশলের প্রয়োগ, সংগ্রহজন হওয়া প্রয়োজন অডিও ভিজুয়াল এইডের বাস্তব ব্যবহার ইত্যাদি। কিন্তু দুঃখের বিষয় পিটিআইগুলো সেই সনাতন পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ অব্যাহত রেখেছে। এসব বিষয়ের গুরুত্ব সবসময় যাচ্ছাভাবে অনুধাবন করা হয়েছে। এ সবের উন্নতিকল্পে বাস্তব কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ফলে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন জাগে ৫ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পে পিটিআইগুলোর কী রকম সংস্কার করা হবে? এসব প্রতিষ্ঠানে অডিও ভিজুয়াল যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং শিক্ষকদের ওইসব যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে কি না? অর্থাৎ প্রকল্পে এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে কি না? গভীরের ফাঁকগুলো এভাবেই চোখে পড়ে। মূল পরিকল্পনায় ৭৮ হাজার বিদ্যালয়ে ৩,২০,০০০ শিক্ষককে ইন-সার্ভিস ট্রেনিংয়ের আওতায় প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। ৩৫ হাজার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিতে সময় লাগবে ৪ বছর। সেখানে ৩,২০,০০০ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিতে সময় লাগবে ২৯.৬২ বছর (৩,২০,০০০/৫৪X২০০= ২৯.৬২) যদি পিটিআইয়ের প্রচলিত প্রশিক্ষণ ধারা অনুসরণ করা হয়। ৬ বছরের প্রকল্পের মেয়াদে নতুন ৩৫ হাজার শিক্ষক এবং ৩,২০,০০০ শিক্ষকের প্রশিক্ষণ কোন জাদুমন্ত্রে সম্পন্ন করা হবে? শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পিটিআইয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। এ জন্য চাই আধুনিক শিক্ষক কলাকৌশলের সমন্বয়, প্রশিক্ষিত শিক্ষকমণ্ডলী, আধুনিক যন্ত্রপাতির সংযোজন ও প্রয়োগ। দ্বিতীয় শিক্ষা প্রকল্পে এসবের ওপর কী ভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে? কেননা প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে পরিকল্পনা প্রণয়নেই দুর্বলতা ও ফাঁকফোকর রেখে দেয়া হয়।

একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠনের মূল শর্ত হচ্ছে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বিষয়ক ১৫ ধারার ক'তে সেসবের প্রতিফলন দেখা যায়। অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় নিয়ে কোন কথা বলতে চাই না। তবে চিকিৎসা ব্যবস্থার ঢালাও বাণিজ্যীকরণ ও বেসরকারি খাতে চলে যাওয়ার ফলে এই সেবা ক্রমেই সাধারণ মানুষের জন্য দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য সবার দৃষ্টিকে শেষ দিক থেকেই পোড়াপড়ন হয়েছিল। বর্তমানে শিক্ষার বাণিজ্যিকরণ ও বেসরকারিকরণ স্থায়ীরূপ নিয়েছে। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাও বেসরকারিকরণের প্রাথমিক পদক্ষেপ সম্পন্ন করা হয়েছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ব্র্যাকের মতো সংস্থার (বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার নামে প্রতিটি পদক্ষেপ হলো বিনিয়োগ এবং মুনাফা, দাতাদের স্বার্থ প্রাধান্য দেয়া) ওপর ৩,১৪২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খবরদারি করার দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। ব্র্যাক এক্ষেত্রে কোন বিনিয়োগ ছাড়াই এতবড় বাণিজ্য করার সুযোগ পাচ্ছে। সরকারি অর্থ, যার উৎস হচ্ছে বৈদেশিক ঋণ যা জনগণ বহন করবে এবং এজন্য বছরের পর বছর ধরে ট্যাক্সের বোঝা বইতে হবে সেই অর্থ খরচ করবে মুনাফাকারী সংস্থা। বিনিয়োগ ছাড়া মুনাফা এবং অনন্ত সময় ধরে। এজন্যই বলা হয় সব সম্ভবের দেশ। মাথাব্যথা হয়েছে, অতএব মাথাটা কেটে ফেল। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান নিম্নগামী এবং স্বীকার করতে দ্বিধা নেই। কিন্তু মানোন্নয়নের কোন প্রচেষ্টা কি নেয়া হয়েছে? তাছাড়া ব্র্যাকের এ ব্যাপারে যোগ্যতা কতটুকু। তাদের স্যাটেলাইট বা ড্রপ-আউট স্কুল পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাদের স্কুল পরিচালিত হচ্ছে সম্পূর্ণ বৈদেশিক সাহায্য-সহযোগিতা বা কোন কোন ক্ষেত্রে জনগণের ওপর ঋণের বোঝা সাপিয়ে। এসব স্কুলের শিক্ষকদের যোগ্যতা, তাদের লেখাপড়ার মান এবং একেবারে স্বল্পকালীন কাজ হিসেবে নামমাত্র বেতনে নিয়োগ ইত্যাদি কারণে ভাল কোন কিছু আশা করা অবশ্যই যায় না। তাছাড়া মানবত হিসেবে পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয় সঞ্চালনের অভিজ্ঞতাও তাদের নেই। নেই কোন শিক্ষক প্রশিক্ষণের মতো প্রতিষ্ঠান। তবে সরকার যদি কাড়ি কাড়ি টাকা তাদের পেছনে ব্যয় করে তবে ভুঁইফোড়ের মতো কোন প্রতিষ্ঠান জন্ম নিতে সময় না লাগলেও দক্ষ জনবল তৈরি কোনভাবেই হঠাৎ করে হয় না। অবশ্য এনজিওগুলো পারে না এমন কথা তাদের অভিধানে লেখা নেই। দেশজুড়ে ব্র্যাকের রমরমা ব্যবসা, দক্ষাধিক কর্মচারী, বড় বড় স্থাপনা বা অবকাঠামো বিদ্যমান। দেশপ্রেমের নমুনা পাওয়া যায় যখন দেখি বিগত প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ব্র্যাকের প্রধান [illegible] ধরে দেখা করে গ্যাসসম্পদ রপ্তানি করার সুপারিশ করেন। কারণ সেখানেও অমিশনব্যবসা এবং বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা করা। ফলে মুনাফাই যেখানে প্রধান সেখানে শিক্ষা নিয়েও তারা অবশ্যই বাণিজ্য করছে বা করবে। কারণ [illegible] কোন কাজ বা সহায়তা সার্ভিস চার্জ ব্যতীত নয়।

প্রথম প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে এডিবির মূল্যায়নে ধরা পড়ে- Achievement in the quality of education is not satisfactory এবং Teaching Quality Improvement project-এর ব্যাপারে এডিবি রুগ্ন প্রকল্প হিসেবে ঘোষণা করতে সরকারের কাছে প্রস্তাব করে। দ্বিতীয় শিক্ষা প্রকল্পের মূল্যায়নে কি লেখা হবে তা হয়তো ভবিষ্যতে জানা যেতেও পারে অথবা না জানার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। কেননা আমি এডিবি ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সঙ্গে অনেকবার যোগাযোগ করেও কোন উদ্দেশ্য কি পরিমাণ অর্জিত হয়েছে- সেসব তথ্য জানতে পারিনি। অথচ দ্বিতীয় প্রকল্পের মেয়াদ প্রায় শেষ পর্যায়ে। হয়ত-বা দ্বিতীয় প্রকল্পের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি অর্থ ঋণ হিসেবে তৃতীয় প্রকল্প দেশবাসীর জন্য অপেক্ষা করছে। কেননা এডিবি, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান কারণে-অকারণে অনেক প্রকল্প হিসেবে চাপিয়ে দেয় যা দেশের জনগণের জন্য সুফল বয়ে আনে না। এজন্য দাতা সংস্থার কূটকৌশলকে দোষারোপ করে লাভ নেই। রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন, আমলাতন্ত্র, লুটপাটের ভাগাভাগী ইত্যাদির সঙ্গে এক শ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরাও সমভাবে দায়ী। বুদ্ধিজীবীর ভারে ন্যুব্জ এই দেশের বুদ্ধিজীবীরা পরামর্শকের ভূমিকায় বিদেশী স্বার্থ সব সময় রক্ষা করে চলে। মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প সম্বন্ধে আমি অবগত হওয়ার পর তথ্য সন্ধানের কাজ শুরু করি। দেশ কটি টিটি কলেজ ও পিটিআই পরিদর্শন করে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করি এবং এগুলো অডিও ভিজুয়াল উপকরণ নিয়ে আধুনিকায়নের নিমিত্তে মতামত জরিপও করি। এসব প্রতিষ্ঠানের সব শিক্ষকের অডিও ভিজুয়াল উপকরণ ব্যবহারের প্রশিক্ষণ এবং যন্ত্রপাতির একটা তালিকা তৈরি করি। লক্ষ্য করি কয়েক কোটি টাকা দিয়ে পুরো কাজ সম্পন্ন করা যায়। প্রস্তাবিত খরচের জন্য কোটি টাকা অনেক টাকা। এ বিষয়ে দৈনিক 'সংবাদ' ১৪ ডিসেম্বর ২০০২ এবং শিক্ষাবার্তা মে ২০০৩ দুটি প্রবন্ধ লিখে খোলামেলা মতবিনিময়ের আহ্বান জানাই। কোন দিক থেকে সাড়া পাওয়া যায়নি। শত শত বা হাজার হাজার কোটি টাকা ছাড়া কোন প্রকল্প প্রণীত হয় না। এডিবির শিক্ষা প্রকল্পগুলো এসবের বলিষ্ঠ উদাহরণ। কেননা এসব প্রকল্পের মধ্যেই দুর্নীতি, অপব্যয়, গভীরের ফাঁক ইত্যাদি সব কিছুই বিদ্যমান।

(লেখক : গবেষক ও কলামিস্ট)

সংবাদ
তারিখ 20 JUL 2003
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২